COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

মাসিক সম্প্রীতি

UNHCR The UN Refugee Agency

ইউএনএইচসিআর এর সহায়তায় কোস্ট ট্রাস্ট কর্তৃক কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের রাজাপালং, পালংখালী, হোয়াইকং ও হ্নীলা ইউনিয়নের ৮টি ক্যাম্পে পরিচালিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কর্মসূচী প্রকল্পের কার্যক্রমের মাসিক বুলেটিন, সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রিঃ

এনজিও কার্যক্রমের উপর স্থানীয় জনগণের প্রত্যাশা ও সুপারিশগুলো আলোচনার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে:

উপস্থাপন করছেন জনাব মুফিদুল আলম,সদস্য সামাজিক সংযোগ কমিটি। ছবি কতজ্ঞতাঃ আহাম্মদ উল্লাহ

'ইউএনএইচসিআর' এর আর্থিক সহযোগিতায় এনজিও সংস্থা 'কোস্ট ট্রাস্ট' কর্তৃক বাস্তবায়িত 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের সামাজিক সংযোগ কমিটি যথাক্রমে ১৮ ও ২৮ শে সেপ্টেম্বর উখিয়া উপজেলার রাজাপালং ও পালংখালী ইউনিয়ন এবং যথাক্রমে ১৯ ও ২৫ শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে টেকনাফ উপজেলার হোয়াইক্যং ও হ্নীলা ইউনিয়নে সোস্যাল মনিটরিং ভিজিট পরিচালনা করেন। কোহেশন কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভিজিট করে বিভিন্ন গ্রুপের সাথে এফজিডি পরিচালনা করেন। গ্রুপসমূহের মধ্যে রয়েছেঃ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে হোস্ট কমিউনিটিতে সরকারি-বেসরকারী পর্যায়ে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের বেনিফিশারিজ, বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধি, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, ইমাম ও অন্যান্য সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি। কোহেশন কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে চলমান প্রকল্পসমূহের ব্যাপারে স্থানীয়দের মূল্যায়ন, তাদের প্রত্যাশা ও চলমান প্রকল্পের কার্যক্রম উন্নয়ন, নতুন কার্যক্রম যোগ করা এবং স্থানীয়দের প্রয়োজন অনুযায়ী নতুন প্রকল্প আনার ব্যাপারে সুপারিশ জানতে চেয়েছেন।

চলমান প্রকল্প সমূহের ব্যাপারে স্থানীয়দের মূল্যায়ন জানতে চাইলে তারা বলেন, স্থানীয়দের উন্নয়নে প্রকল্প সমূহ ভালো কাজ করছে। তবে আমরা যে পরিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি তার তুলনায় এই সব প্রকল্পের কাজ সীমিত।

বিভিন্ন সংস্থার পরিচালিত প্রকল্পসমূহের ফলে আপনাদের কি কি উপকার হয়েছে এমন প্রশ্নের জবাবে তারা বলেন, প্রকল্পসমূহ স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ভুমিকা রাখছে এবং রাখবে। দরিদ্র পরিবার মধ্যবিত্ত পরিবারে উন্নীত হয়েছে, মানবিকতা, মানব মর্যাদা, মানবাধিকার, শরণার্থী অধিকার, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা পেয়েছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নত হয়েছে। যুব সমাজ দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছে, যদিও তা সীমিত পরিসরে এখনো। এটা চাহিদা অনুযায়ী বাড়ানো দরকার।

চলমান প্রকল্প সমূহের বিষয়ে তাদের সুপারিশ জানতে চাইলে বলেন, প্রতিটি প্রকল্পে স্থানীয়দের চাকরি দেওয়া, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় শিক্ষা উপকরণ বিতরন করে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা, প্রাতিষ্ঠানিক দালান কিংবা ঘর গুলো মেরামত করা, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দারিদ্রতা বিমোচন করা, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের নিয়ে নতুন করে উদ্যোক্তা তৈরীতে কাজ করা প্রয়োজন।

চলমান প্রকল্পে আরো কি কি কাজ সংযুক্ত করা যায় বা ভবিষ্যতে আপনারা কোন ধরণের কাজ আশা করেন প্রশ্নের জবাবে বলেন, শিক্ষা প্রকল্পের অধিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর অবকাঠামো উন্নয়ন। খাদ্য কর্মসূচির অধীনে রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি স্থানীয় চাকরিজীবীদের বিশেষ ভাতা প্রদান করা। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ ও বৃত্তি প্রদান করা। ইমাম,শিক্ষকদের স্বল্প জীবিকার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বাড়তি উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া।

বিভিন্ন পক্ষের সাথে এফ জিডি পরিচালনার পর কোহেশন কমিটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে সবপক্ষকে নিয়ে আলোচনা সভায় মিলিত হন।

সামাজিক সংযোগ কমিটির সদস্যরাই পুরো অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন। তিনি সামাজিক সংযোগ কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং তাদের কাজ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তারা প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের সাথে মতবিনিময়ের আলাপ আলোচনা এবং ক্যাম্প ভিজিটে বিভিন্ন রোহিঙ্গা গ্রুপ এবং বিভিন্ন ক্যাম্পের সিআইসি সাথে আলোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরেন। এবং উপস্থিত সবার মন্তব্য ও সুপারিশ নিয়ে আলোচনা শেষ করেন। প্রতিটি ইউনিয়নে সোস্যাল মনিটরিং ভিজিটে গড়ে ৪০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন।

খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটছে শিক্ষার্থীদের

'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্পের আওতায় চলতি মাসের ৯ হতে ২৯ তারিখের মধ্যে উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলার মোট ৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে খেলাধুলা ও

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। খেলাধুলার মধ্যে রয়েছেঃ ফুটবল ম্যাচ, মিউজিক চেয়ার খেলা, দৌড় প্রতিযোগীতা।

AvjnvR Avjx AvwQqv nvB¯‹zj †nvqvBK¨s, †UKbvd Gi mvs¯‹wZK cwZ‡hvMxZvi GKwU gnZ| Qwe KZÁZvtAvnv¤§` Djøvn

ছাত্রীদের জন্য আলাদাভাবে দৌড় প্রতিযোগীতা ও মিউজিক চেয়ার খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছেঃ গান- আধুনিক, আঞ্চলিক দেশাত্ববোধক, পল্লিগীতি, ধর্মীয় গান ও নৃত্য। এছাড়াও রচনালিখন প্রতিযোগীতা, উপস্থিত বক্তৃতা, কৌতুক ও নাটিকা। বিভিন্ন প্রতিযোগীতার উপযুক্ত বিজয়ী নির্ধারণের জন্য শিক্ষকদের মধ্য হতে একাধিক বিচারক দল গঠন করা হয়। প্রত্যেকটা ইভেন্টের জন্য প্রতিযোগীদের অবস্থান অনুযায়ী ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারীকে বাছাই করা হয়। স্কুল পর্যায়ে ৬ষ্ঠ হতে ১০ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী এবং কলেজ পর্যায়ে ১ম ও ২য় বর্ষের শিক্ষাথীরা এতে অংশ নেন।

AvjnvR Avjx AvwQqv nvB¯‹‡j KvevwW †Ljvi Qwe| Qwe KZÁZvtAvnv¤§` Djøvn

এ আয়োজনে শিক্ষক- শিক্ষাথী ছাড়াও স্কুল ও কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটির মেম্বার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, কোস্ট ট্রাস্টের প্রতিনিধি,সাংবাদিক ও উৎসুক দর্শক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি স্কুলে গড়ে ১৭০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সবকটা ইভেন্টের শেষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রঙ্গীখালী দারুল উলুম ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ কামাল হোসেন বলেন, "কোস্ট ট্রাস্টের 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' প্রকল্প ছাত্র-ছাত্রীদের সহশিক্ষা কার্যক্রম উন্নয়নের পাশাপাশি তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করছে।খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার মাধ্যমে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটছে শিক্ষাথীদের। আমরা তাদের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং তাদের কাজে আমাদের সহায়তা অব্যাহত থাকবে"।

মোঃ নুরুল আবসার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, টেকনাফ উপজেলা, "বলেন কোস্ট ট্রাস্ট পরিচালিত এ প্রকল্প অন্যান্য প্রকল্প হতে

‡gvt bi“j Avemvi, Dc‡Rjv wkÿv KgKZv, †UKbvd Dc‡Rjv, AvjnvR Avjx AvwQqv nvB¯‹zj †nvqvBK¨s, †UKbvd †cvMv‡g e³e¨ ivL‡Qb| Qwe KZÁZvtAvn¤§` Djøvn|

একটু ব্যতিক্রম। এটি ছাত্র-ছাত্রীসহ স্থানীয় মানুষ ও রোহিঙ্গাদের মাঝে শিক্ষা ও মানবাধিকার বিয়ষে সচেতনতা তৈরি করছে"। তিনি কোস্ট ট্রাস্টকে টেকনাফ উপজেলার শিক্ষাথীদের দুপুরের টিফিন বহনের জন্য টিফিন বক্স প্রদানের অনুরোধ জানান।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সেশনের মাধ্যমে মানবিকতার বার্তা পৌছে দিচ্ছে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প'

মানবাধিকার ও শরণার্থী অধিকার প্রসার এবং শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ইউ.এন.এইস.সি.আর এর সহোযোগিতায় কোস্ট ট্রাস্টের Improving Peaceful Coexistence Project-এর উদ্যেগে জুলাই মাস ব্যাপি উখিয়া ও টেকনাফের ৬টি স্কুল, ৪টি মাদ্রাসা ও ১ টি কলেজে মোট ৩৩ টি সেশন পরিচালনা করা হয়। প্রতিষ্ঠান গুলো হলো: পালংখালী হাইস্কুল, রঙ্গীখালি দাখিল মাদ্রাসা, পালংখালী হাইস্কুল, কুতুপালং হাইস্কুল, গুলজার বেগম হাইস্কুল, বালুখালি কাশেমিয়া হাইস্কুল, হ্নীলা মৌলভীবাজার দারুল উলুম মাদ্রাসা এবং হ্নীলা হাইস্কুল।

অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণী থেকে আলাদাভাবে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে প্রতিটি সেশন গঠিত হয়। অংশগ্রহনকারী সকলকে মানবাধিকারের সংজ্ঞা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের গুরুত্ব এবং শরণাথীর সংজ্ঞা, বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমার নাগরিকদের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের করণীয়" নামক দুইটি শিরোনামে লিফলেট প্রদান করা হয়। শিক্ষক ও শিক্ষাথীদের উপস্থিতিতে Improving Peaceful Coexistence Project-এর প্রতিনিধি সেশন পরিচালনা করেন। সেশনের শুরুতে অনুষ্ঠান সম্পর্কে সর্বপরি বর্ণনা, কোস্ট ট্রাস্টের পরিচিতি ও প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। শিক্ষকদেরকে তাদের মতামত পেশ করার জন্য আহ্বান করা হয়। শিক্ষাথীদের থেকে কয়েকজন পর্যায় ক্রমে লিফলেট দুটি পড়ে শুনায় এবং উপস্থাপক সেগুলো বিস্তারিত বর্ণনা করেন।

সেশনের শেষের দিকে আমাদের দেশে রোহিঙ্গাদের বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্রত্যাবাসন না হওয়া পর্যন্ত মানবাধিকার নিশ্চিত করা উচিৎ। আমাদের সমাজকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করার জন্য এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা উচিৎ যেখানে সকলের মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকবে। উক্ত সেশন গুলো শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে যা রোহিঙ্গাদের প্রতি তাদের সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি তৈরীতে সহায়তা করবে।

BDwbqb †j‡fj †mk‡b e³e¨ ivL‡Qb Rbve kvnvevÏb, Aa¨ÿ, e½gvZv dvRjvZ‡bœQv gwnjv K‡jR, ivRvcvjs, DwLqv|

একই বিষয়ের উপর উখিয়ার রাজাপালং ও পালংখালীতে ১৬ সেপ্টেম্বর, টেকনাফের হোয়াক্যং ও হ্নীলা ইউনিয়নে যথাক্রমে ১৭ ও ২৪ তারিখে ইউনিয়ন পর্যায়ে সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের কোহেশন কমিটির সদস্য, শিক্ষক, ইমাম, সচেতন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন পেশাজীবি মানুষ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি সেশনে গড়ে ৩০ জন উপস্থিত ছিলেন।

২০১৯ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসের কাজের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনসমূহঃ

ক্রম	কাজের নাম	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
০১	সেসন পরিচালনার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	১১	১১
০২	পরিচালিত সেসন সংখ্যা	৩৩	৩৩
০৩	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান	৮	৮
০৪	ইউনিয়ন লেভেল সোস্যাল মনিটরিং ভিজিট	৪	৪
০৫	ইউনিয়ন লেভেল সেশন	৪	৪
০৬	সোস্যাল কোহেশন কমিটির ক্যাম্প ভিজিট ও ক্যাম্প ইন চার্জের সাথে ডিব্রিফিং মিটিং	২	২

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রকল্প, কক্সবাজার ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
ফোনঃ০৩৪১-৬৩১৮৬, ফ্যাক্সঃ০৩৪১-৬৩১৮৯,
মোবাইলঃ০১৭১৩-৩২৮৮২৭

ই-মেইলঃ jahangir.coast@gmail.com

ওয়েবসাইটঃ www.coastbd.net